জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 25 ❑ 07 Sept., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR

অলঙ্কার

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড • বনগাঁ

M : 9733901247

ক্রেডিট কার্ডের নাম করে আর্থিক প্রতারণা চক্রের পাণ্ডা ধৃত

প্রতিনিধি ঃ ক্রেডিট কার্ডের নাম করে আর্থিক প্রতারণা চক্রের খোঁজ পেল বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বুধবার পুরুলিয়া থেকে ওই চক্রের পান্ডাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম উজ্জ্বল সিংহ। বাড়ি পুরুলিয়া। বৃহস্পতিবার তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ জানিয়েছে, চলতি বছরের ৬ জুন বনগাঁ বল্লভপুরের বাসিন্দা মিলি মন্ডল নামে এক মহিলা থানায় এসে অভিযোগ করেছিলেন।

মহিলার দাবি ছিল, তার স্বামী বিধান মণ্ডল ব্যাঙ্গালোরে কাজ করেন। তার স্বামীকে একটি অচেনা নাম্বার থেকে ফোন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল আপনার ক্রেডিট কার্ড ব্লক হতে চলেছে। ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের নাম্বার সহ বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে বলা হয়। এরপর চক্রের সদস্যরা বিধানকে জানায়, তার মোবাইলে আসা ওটিপি নাম্বারটা জানানোর জন্য। বিধান ওটিপি নম্বর তাদের দেন। অভিযোগ, এরপরে বিধানের অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে ৪ দফায় এক লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা চক্রের সদস্যদের একাউন্টে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। বিধান বিষয়টি তার স্ত্রীকে জানান। মিলি যদিও বুঝতে পারেন তার স্বামী প্রতারিত হয়েছেন। তারপরেই তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঝাড়খন্ড থেকে এই চক্রের সদস্যরা কাজকর্ম করতেন। আরো বেশ কিছু লোকজন এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এখনো পর্যন্ত উজ্জ্বলের একাউন্টে কুড়ি লক্ষ টাকার হদিস পেয়েছে তদন্তকারী অফিসারেরা।

ফের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বনগাঁয়, ক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ ফের বনগাঁ ব্লকের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক যুবতীর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। বছর একুশের মেয়ে মৃত চৈতি বিশ্বাসের বাড়ি আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আইটপাড়া এলাকায়। আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তারা।

পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানিয়েছে, গত বুধবার থেকে চৈতি বিশ্বাস জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। এরপর স্থানীয় চিকিৎসকের মাধ্যমে তার চিকিৎসা চলছিল। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শনিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় চিকিৎসাকরা তাকে কলকাতায় রেফারও করেছিল। গভীর রাতে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় চৈতির। এই ঘটনায় আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ বনগাঁ মহকুমার মধ্যে সবচাইতে বেশি ডেঙ্গি প্রকোপ ছড়িয়েছে আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, 'আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত । ইতিমধ্যে কয়েকজনার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তারপরেও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। একাধিক বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে আগেই। দৈনিক বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে যা রোগী ভর্তি হচ্ছে তার বেশিরভাগই আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘরে ঘরে অজানা জ্বরে আক্রান্ত রোগী তারপরেও প্রশাসনের তেমন কোন পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। আইটপাড়া এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য সুদীপ বিশ্বাস বলেন, পঞ্চায়েতের উদাসীনতার কারণে এই মৃত্যু হল। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু নিয়ে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিয়মিত বাড়ি বাড়ি মশা মারার তেল চুন ব্লিচিং ছড়ানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছেন। কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বনগাঁ ব্লকের আকাইপুরের যুবতীর মৃত্যুর পর মঙ্গলবার ভোর রাতে বাগদা ব্লক এর বয়রা পঞ্চায়েত এলাকার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। মৃত গৃহবধূর নাম অপর্ণা দাস (৩১)। রবিবার রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার ভোর রাতে মৃত্যু হয় তার। তার মৃত্যু শংসাপত্রে ডেঙ্গুর উল্লেখ রয়েছে।

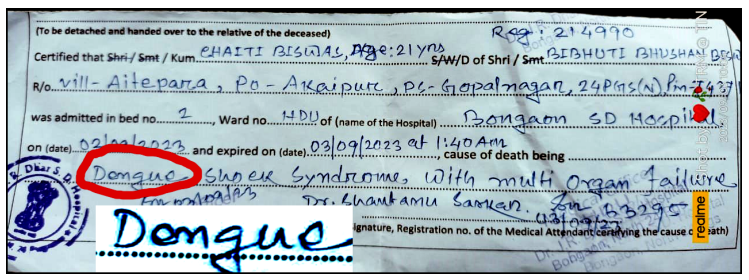

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিন কয়েক আগে বনগাঁতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে টিউমার অপারেশন হয়েছিল। বাড়িতে ফিরেই জ্বরে আক্রান্ত হন অপর্ণা। তাঁর ছেলে ঋষণ দাস (৪), মেয়ে রিশিতা দাসও (১০) জ্বরে আক্রান্ত হয়। অপর্ণার অবস্থার অবনতি হলে রবিবার তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তার মৃত্যুতে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে এক গৃহ শিক্ষককে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করলো বাগদা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ইউনুস মন্ডল। বাগদা থানা এলাকার বাসিন্দা। কিশোরীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, তার মেয়েকে পড়াত অভিযুক্ত। অভিযোগ, পড়াতে এসে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে মেয়েকে শারীরিক হেনস্থা করেছে। মেয়ের কাছ থেকে ঘটনা জানতে পেরে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে। বনগাঁ মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সমীর দাস বলেন, "বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সভা থেকে রাজবংশী এবং মতুয়াদের পায়ের সঙ্গে তুলনা করেছে এমন অভিযোগ এনে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে মতুয়া ও বিজেপির পক্ষ থেকে। শনিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল করা হয় বাগদার হেলেঞ্চা ও গাইঘাটার চাঁদপাড়া বাজারেও। বনগাঁয় বিক্ষোভ মিছিলটি মতিগঞ্জ মোড় থেকে শুরু হয়ে বনগাঁ হাসপাতাল কালীবাড়ি এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। তারপরে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি পথসভা চলে সেখানে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া ও রাজবংশীদের অপমান করেছেন। উনি এর আগেও মতুয়াদের ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে বিকৃত মন্তব্য করেছেন। উনি যতক্ষণ ক্ষমা না চাইবেন আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাব।"

যশোর রোডের পাশ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

প্রতিনিধি ঃ যশোর রোডের পাশ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বাজার এলাকার যশোর রোডের ধার থেকে। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সমীর দাস। চাঁদপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পেশায় গাড়ি চালক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সমীর প্রচন্ড পরিমাণে নেশা করত।

এদিন সকালে চাঁদপাড়া এলাকার একটি কাঠ মিলের সামনে জাতীয় সড়কের পাশে স্থানীয়রা মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে। খবর দেয় গাইঘাটা থানায়। স্থানীয়দের বক্তব্য, "অতিরিক্ত নেশার কারনে তার মৃত্যু হতে পারে। তবে কিভাবে সমীরের মৃত্যু হলো তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।"

জেলার ৪ বরিষ্ঠ সাংবাদিককে সংবর্ধনা বারাসাত প্রেস ক্লাবের

সঞ্জিত সাহা ঃ সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলার বর্ষিয়ান সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মৃনাল কান্তি সাহা, সরোজ কান্তি চক্রবর্তী ও ভূর্তপূর্ব বেতার সাংবাদিক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে বারাসাত প্রেস ক্লাব কমিটি। পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক সম্মানে সম্মাননা জানানো হয় বরিষ্ঠ সাংবদিকগণকে। প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এদিনের অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিনাব্যয়ে চক্ষুপরীক্ষা, চশমা প্রদান হাড়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে মহিলাদের ক্যান্সার নির্ণয় বিষয়ক একটি আলোচনা সভা হয়। প্রেস ক্লাবের আন্তরিক আহ্বানে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রাজ্যের খাদ্য সরবরহে মন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকারিক প্রসেনজিৎ মণ্ডল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তপন জ্যোতি চ্যাটার্জী ও বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. উৎপল সরকার প্রমুখ। প্রেস ক্লাবের সভাপতি ধৃতরাষ্ট্র দত্ত প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের ভাষণে গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি সাংবাদিকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে স্বাগত জানান। সন্ধ্যায় চাঁদপাড়ার এ্যাবেষ্টা নাট্য সংস্থা পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমবেত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

৭০৭৬২৭১৯৫২

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২৫ ❐ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

শিক্ষকতা শুধু জীবিকা নয়

আমাদের জীবনে এমন কতকগুলো দিন আসে যেগুলো নতুন ভাবে আমাদের উজ্জীবিত করে। অনুপ্রাণিত করে। সেদিন মনে হয় আমাদের অন্তরের শুদ্ধিকরণ হল। জাগরণ হল শ্রদ্ধাবোধের। মানুষ গড়ার কারিগরদের প্রতি সেদিন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন। ৫ই সেপ্টেম্বর এমনই একটা মহান দিন। মহান সাধক ও মহান শিক্ষক সর্বপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস উপলক্ষে ৫ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষক দিবস' রূপে দেশ ও জাতির কাছে চিহ্নিত হয়। শিক্ষক জাতির মেরুদন্ড। তারা সমাজের প্রণম্য। একমাত্র তারাই শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর করে জ্বালিয়ে দেন জ্ঞানের প্রদীপ। শিক্ষকরাই দেশ ও জাতির অগ্রগতির উৎস। সমস্ত বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখটি উজ্জ্বলতার অনন্য নির্যাস।

১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন অনন্য প্রতি ভাই প্রদীপ্ত সাধক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। ১৯০৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম. এ। এরপর মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু। তারপর মহীশূর কলেজে অধ্যাপনা। এই মহীশূরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯১৮ সালে। সাক্ষাতের আগেই তার লেখা 'দ্য ফিলোজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' গ্রন্থের প্রকাশ। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। টানা কুড়ি বছর এই বিভাগে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি হন।

কথা হলো শিক্ষক হলেন দেশের অন্যতম প্রধান কর্ণধার। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক, বিদ্যান, বাগ্মী ও জ্ঞান তপস্বী। তার ওপর রাষ্ট্রপ্রধান। তাই ৫ই সেপ্টেম্বর তার জন্মদিন উপলক্ষে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এই পবিত্র দিনে শিক্ষকরাই যে জাতির মেরুদন্ড তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। শিক্ষক শুধু শিক্ষাই দেন না। তিনি শিক্ষার্থীর কোমল মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। চিত্তের প্রসার ঘটান। সাধারণ মানুষ শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হোক। এটাই শিক্ষক দিবসের প্রাণের কথা। আবার এই দিনের শিক্ষক সমাজ তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করুক, এটাই শিক্ষক দিবসের মহৎ বার্তা।

১৬ প্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় শ্রী শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১৬ প্রহর ব্যাপী মহানামযজ্ঞানুষ্ঠান। ধর্মপ্রাণ শিব শংকর বিশ্বাসের উদ্যোগে ঈশ্বর অভিমন্যু বিশ্বাস ও ধর্মপ্রাণা উর্মিলা বিশ্বাসের বাসভবন এর রাধাগোবিন্দ সেবা মন্দির অঙ্গ নে ১৮ই ভাদ্র অধিবাস কীর্তনের মধ্য দিয়ে ১৬ প্রহর ব্যাপী মহানাম কীর্তনের সূচনা হয়। নামগান পরিবেশন করে রসময় সম্প্রদায়, রায় রামানন্দ সম্প্রদায়, ঠাকুনগরের মহাতীর্থ সম্প্রদায়ের গায়কগণ। রাস পরিবেশন করেন নহাটার মহাতীর্থ সম্প্রদায়।

নামসংকীর্তণ শেষে নগর সংকীর্তন ও শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ভোগরাগ পরিবেশন করেন শ্রীগুরু সম্প্রদায়। সংকীর্তনে কৃষ্ণের বেশে সুসজ্জিত শ্রীমান আয়ূশ বিশ্বাস সকলের নজর কাড়ে। নগর যাত্রায় বহু ভক্তজন আবির খেলায় মেতে ওঠেন। সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ধর্মপ্রাণ শিবশংকর বিশ্বাস। প্রতিদিন অগনিত ভক্ত সমাগমে বিশ্বাস বাড়ির এবারের জন্মাষ্টমী ও মহানামযজ্ঞের অনুষ্ঠান এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সেন্টিনেলী ও জারোয়া জনগোষ্ঠীতে ডঃ মধুমালার প্রথম প্রবেশ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

জাহাজ থেকে প্রায় চার ঘন্টা ধরে নারকেল ফেলতে থাকে। আর জনগোষ্ঠী সেই নারকেল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নারকেল শেষ হলে জাহাজ পুনরায় ফিরে যায়। তারা দুপুর দুটো নাগাদ আবার সেই স্থানে ফিরে আসে। এই সময় সেন্টিনেলীরা একটি স্বতন্ত্র ওঙ্গে উপভাষায় চিৎকার করে যোগাযোগ দলটিকে স্বাগত জানায়। কিছুক্ষণ পরে একটি সাহসী সেন্টিনেলী যুবক নারকেল সংগ্রহ করতে নৌকার কাছে আসে। তারপর ডঃ মধুমালা এবং অন্যান্যরা হাঁটু জলে নেমে তাদের হাতে নারকেল দিতে থাকেন। এটাই সেন্টিনেলীদের সঙ্গে প্রথম সফল যোগাযোগ। ২১ ফেব্রুয়ারি ডঃ মধুমালা চট্টোপাধ্যায় দলের সদস্যদের নিয়ে আবার আসেন। সেই সময় ওরা চিৎকার করে ওঙ্গী ভাষায় বলে "নাড়িয়ালী জাবা জাবা" অর্থাৎ আরও নারকেল চাই। ১৯৯১ সালে ৫ই জানুয়ারি ডঃ মধুমালা জারোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যান। ডঃ মধুমালাকে নৌকায় দেখে জারোয়া মহিলারা তাকে 'মিলালে চেরা', অর্থাৎ বন্ধু এখানে এসো— বলে চিৎকার করে সমুদ্র বীচে আসতে বলে। সেখানে ডঃ মধুমালার সঙ্গে জারোয়াদের অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাকে জারোয়াদের কুঁড়েঘরে আমন্ত্রণ জানায়। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে ও তাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিতে এবং কখনো কখনো বাড়ির কাজে হাত দিতে আমন্ত্রণ করে। মধুমালাকে তারা গাছের ছাল, লতা, পাতা দিয়ে গহনা তৈরি করে উপহার দেয়। মোট আট বার জারোয়াদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। ডঃ মধুমালা চট্টোপাধ্যায় এর কাজ নৃতত্ত্বের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই গবেষণা ভারতকে নতুন করে সম্মানিত করেছে। **সমাপ্ত...**

উপহার ও তার হাল-হকিকত কথা

উপহার হয়ে থাকে বিভিন্ন চরিত্রের। কখনও-বা উৎকোচ, আবার কখনও-বা পুরস্কার, দক্ষিণা, দান ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হয়ে ওঠে। উপহার নিয়ে যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় কাহিনি বা ঘটনা আছে অনেক, তেমনি আবার উপহার প্রত্যাহার বা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও বাস্তবে ঘটে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এমন ঘটনার অজস্র নিদর্শন। উপহারের অতীত বর্তমান নিয়ে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস**

উপহারের সঙ্গে জড়িয়ে নেই এমন মানুষ আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে প্রত্যেকটি উপহারের পেছনে থাকে কোনো না কোনো ঘটনা বা কাহিনি। ঘটনাটি হতে পারে চমকপ্রদ, তেমনই হতে পারে নতুনত্বহীন। হাতে গোনা যায় এমন সামান্যে কিছু উপহার। আবার কখনও কখনও গভীর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

উপহার হয়ে থাকে আবার বিভিন্ন চরিত্রের। কখনও বা উৎকোচ, কখনও বা তা পুরস্কার। দক্ষিণা বা দান প্রভৃতি শব্দের সমর্থক হয়ে ওঠে। উপহার যেমন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ঘটনা, তেমনই আবার উপহার প্রত্যাহার বা কেড়ে নেওয়ার ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে। ইতিহাসের পাতায় রয়েছে এমন অজস্র ঘটনার নিদর্শন। উপহার দেখে অনেক সময় উপহার দাতার রুচি, অভিসন্ধি বোঝাও যায়।

একসময় নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সেরে তপস্যায় বসার আগে এক গ্রাম্য কন্যা সুজাতা একপাত্র পায়েস এনে দেন গৌতমকে। "কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তির প্রচেষ্টা অনর্থক" বুদ্ধের এই দিব্য জ্ঞানের প্রেরণা ছিল বোধহয় সুজাতার দেওয়া উপহার একপাত্র পায়েস।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর মানুষ যখন চাষের ফসল গোলায় তোলে, তাহল তার পরিশ্রমের উপহার। এই উপহারে তাঁর নৈতিক অধিকার থাকে। তাঁর স্বপ্ন, পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা সব কিছুই গড়ে ওঠে এই উপহারের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে উপহারের সঙ্গে জড়িত থাকে তার সম্মানের প্রশ্নটাও।

উপহারের মধ্যে আরও একটি শ্রেণিকে বলা হয় সামাজিক প্রথাগত উপহার। যেমন, পুজোর সময় নতুন জামা-কাপড় পাওয়া এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এই উপহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কোনও পরিবারে মামা, মাসি, কাকা, জ্যাঠা, পিসি সকলে পুজোয় জামা-কাপড় দিতেন তাঁদের শ্রদ্ধা বা আদরের প্রিয়জনকে, সে চল এখন নেই বললে

চলে। তবে সেটা তো এসে গেল অর্থনৈতিক ব্যাপার। এখন তা কেবল বাবা-মা'ই দিয়ে থাকেন। খুব ছোটরা এখনও অনেকের কাছ থেকে এ ধরনের উপহার পেয়ে থাকে। আর যেসব উপহারগুলি আছে, যেমন— বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপহারগুলিতে তেমন কোনো চমক নেই। অনুষ্ঠানে পর্বতসমান পাওয়া শাড়ি, কোনো বৌ তাঁর জ্ঞাতি-গুষ্টির মধ্যে বিলিয়ে দেন। কাকে তাঁত, কাকে ছাপা শাড়ি দিলেন তাও ভুলে যান। অন্নপ্রাশনের পেটেন্ট উপহার থালা-গ্লাস-বাটি তো আছেই। এমন কিছু প্রথা আছে বলেই নির্দিষ্ট নিয়মে জিনিস কেনা হয়। প্রায় প্রতিটি পরিবার আজকাল প্রায় সারা বছর নানান অনুষ্ঠানে কিছু না কিছু উপহার জাতীয় জিনিস কিনে থাকেন। এসব ছবি আগামী দিনে খুবই সাধারণ হয়ে উঠবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক ব্যা ভেরিয় রাজা তাঁর সুন্দরী প্রেমিক নর্তকী লোলা মন্টেজকে খুশি করতে এমন সব দামি দামি উপহার সামগ্রী দিতে থাকেন তার পরিণামে তাঁর রাজকোষে শুধু টানই পড়েনি, জনরোষের শিকার হয়ে সাধের সিংহাসনটিও তাঁকে হারাতে হয়েছিল। এমন কিছু কিছু উপহার দেওয়া হয়, কোনকালে বা যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি।

বেন জনসন এক সময় ছল-চাতুরি করে সোনা জিতেছিলেন। ধরা পড়ার পর টিভিতে দু-এক ঝলক তাঁর মুখশ্রীই প্রমাণ করে দিয়েছিল। ভাবুন তো— তখনকার তাঁর মনের অবস্থাটা। সারা বিশ্বের কাছে তাঁর কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গিয়েছিল। অসৎ উপায়ে অর্জিত উপহারটিও কেড়ে নিয়ে যখন একজন সৎ পরিশ্রমী কার্ল লুইসের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁর আনন্দের কথাটি একবার ভাবুন। কার্ল লুইস বলেছিলেন, তিনি তাঁর এই উপহারটি (স্বর্ণপদক) মাকে উপহার দেবেন।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে রোয়িং-এ রুশ আইভাজানভ সোনা জিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তিনি বোটের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে মেডেলটা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে ক্যাচ ধরছিলেন, আর ধরেই বারবার চুমু খাচ্ছিলেন। মুহূর্তের অসাবধনতায় সেই পদকটি গভীর জলে পড়ে যায়। আমাদের জানা নেই আইভাজানভ সেদিন প্রিয় উপহারটি হারিয়ে কেঁদেছিলেন কিনা। জলে ডুবুরি নামিয়ে অনেক খোঁজাখুজি করেও পদকটিকে উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু গোটা সোভিয়েত দেশ তাঁকে চিনেছিলেন। বোধহয় আইভাজানভ আনন্দে না হোক মনের অতল জলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন পদকটি। কেন না, তাঁর পরিশ্রমের কথা সেই তো সব থেকে বেশি জানতেন।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম অলিম্পিকে প্রথম ম্যারাথন জয়ী স্পিরিডান তাঁর স্বর্ণপদক ছাড়াও নানা উপহার পেয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে একজন ব্যবসায়ী তাঁর উপযুক্ত কন্যাকে স্পিরিডানকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। স্পিরিডান অবশ্যও সেদিন সসম্মানে সে উপহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বিবাহিত। সে মুহূর্তে স্পিরিডান জায়ার হয়তো আনন্দে দু-চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় উপহারটি তাঁর স্বামী।

উপহারের আবার একটা খোলস থাকে। এই খোলসের তলায় থাকে আরেকটি রূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

চলবে...

পাঠকের চিঠি

এমন ঘটনা যেন আর কোন পড়ুয়ার ক্ষেত্রে না ঘটে

আমার ছেলে সার্বন মণ্ডল ২০২৩ সালে চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবিথী থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ওর রোল ছিল ২০৩৯IN No-0019 পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১৯ মে ২০২৩ ফলাফলে দেখা যায় ওর প্রাপ্ত নং-৬৬০, বাংলা- ৭৩, ইংরাজী- ৯৭, অংক- ৯৯, প্রকৃতি বিজ্ঞান- ১০০, জীবন বিজ্ঞান- ৯৮, ইতিহাস- ৯৩ ভূগোল- ১০০, এই ফলাফলে অন্যান্য সব বিষয়ে সন্তুষ্ট হলেও বাংলা বিষয়ে সুন্তুষ্ট হতে পারিনি এই ফল প্রকাশিত হয় ৩০ জুন। সেখানে দেখা যায় বাংলা বিষয়ে উক্ত (৬৩+১০) = ৭৩ নম্বরের কোন পরিবর্তন হয়নি। এর পর ঐ বিষয়ে RTI কার হয়। RTI করা হলে ২৯ আগষ্ট খাতার প্রতিলিপি (Xerox) দেওয়া হয় সেখানে দেখা যায় সার্বন লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছে ৮৩ মার্কসিটে দেওয়া হয়েছে ৬৩ তার মানে PPS করার পরোও খাতা না দেখেই আগের নম্বর টিই দেওয়া হয়েছে।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় ভাল পরীক্ষা দিয়েও যে ছাত্রটির এমন ভুলে ভরা রেজাল্ট আসে, তাহলে তার মানসিক অবস্থাটা কেমন হয়। এর দায়ভার কে নেবে ? আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। যাদের গাফিলতিতে এমন একটা ভুল মার্কসিট তৈরী করা হল তারা যেন একটু সচেতন হোন। যাতে পরবর্তীকালে সার্বনর মতো আর কারও মানসিক যন্ত্রনা পেতে না হয় এবং দুর্ভোগে পড়তে না হয়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মণ্ডল
চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

বর্ণমালার রাখী বন্ধন উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরের মতো এবারও রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণমালা আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমীর সদস্যগণ। গত ৩০ আগষ্ট রাখী পূর্ণিমার দিন সকাল থেকেই সংস্থার সদস্য-সদস্যাগণ বড় চৌমাথার মোড়ে পথচলতি মানুষজনের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অপরাহ্নে বর্ণমালার ছোট- বড় সদস্যগন আয়োজিত মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক ও প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। বিশিষ্ট সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, সবুজ বিশ্বাস, সুদেব টিকাদার, সংগীত শিক্ষক দেবদাস বাইন ও সংস্কৃতিপ্রেমী ওমর আলি প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের রাখী পরিয়ে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে বর্ণমালার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে রাখী বন্ধন এর ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন নানা অনুষ্ঠানে ও এলেকার বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বর্ণমালা আয়োজিত রাখী বন্ধন উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বছরের মতো এবারও গত ৫ সেপ্টেম্বর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করে নাটকের শহর

গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার মহলা কক্ষে জাতীয় শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বর্ষিয়ান শিক্ষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বালা, শিক্ষক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী, পলাশ মণ্ডল, মিহির লাল চক্রবর্তী বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, নাট্য ব্যক্তিত্ব অভীক দাঁ প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার স্বনাম খ্যাত নাট্যপরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনেদের অভিনন্দন জানান। সংস্থার সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের ফুল, পেন, স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে আদর্শ শিক্ষক, মহান দার্শনিক ও ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্টবপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর জীবন কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সংস্থার সদস্যা শ্রেয়সী, মন্দিরা ও ছোট্ট আলোক বর্তিকার সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও প্রশিক্ষক সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠের কবিতা আবৃত্তি, কবি পাঁচুগোপাল হাজরার স্বরচিত কবিতা পাঠ, তৃষা ঈশিতার নৃত্যানুষ্ঠান এবং সব শেষে সংস্থার ছোটদের পরিবেশিত মজার নাটক 'মাষ্টার জ্যাকের পাঠশালা' উপস্থিত সকলের প্রশংসালাভ করে। নানা অনুষ্ঠানে ও বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় শোভন মণ্ডলের মুন্সিয়ানা প্রাশংসার দাবি রাখে।

এডুকেয়ার সেন্টারে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান

সমর বিশ্বাস ঃ বিগত বছরের মতো এবারও জাতীয় শিক্ষক ও মহান দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর জন্মদিন (জাতীয় শিক্ষক দিবস) যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেন গাইঘাটা ব্লকের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাঁদপাড়া এডুকেয়ার সেন্টার এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

এডুকেয়ার সেন্টারের কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীগণ ফুল মালায় সেন্টার প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ঢাকুরিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। শিক্ষক অভিজিৎ বাবু বর্ষিয়ান শিক্ষককে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক প্রদানে সম্মান জ্ঞাপন করেন। শ্রী ভৌমিক উপস্থিত সকলকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জাতীয় শিক্ষক ও প্রথিত যশা দার্শানিক ড. রাধাকৃষ্ণান এর জীবন, কর্ম ও তাঁর আদর্শ ও বাণী তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াগন সংগতি নৃত্য, আবৃত্তি এবং বক্তব্যে জাতীয় শিক্ষককে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানায়। আদর্শ শিক্ষককে স্মরণ করে বক্তব্য রাখে শিক্ষার্থী মৌমিতা সংগীত পরিবেশন করে, সৃজা, জিনিয়া, দীঘা, ধৃতি ও সুজয়, শিলা, পায়েল, সোহিনী ও সৃজার নৃত্যশিল্পী উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সংগীত, নৃত্য এবং কথায় কবিতায় শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদার আয়োজিত এদিনের শিক্ষক দিবসের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
সার্বভৌম সমাচার
https://www.sarbabhaumasamachar.in/
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

নাট্যপ্রেমী দর্শকদের মন জয় করলো আকাঙ্ক্ষার নবতম প্রযোজনা প্রিয়ম্বদার মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ নাটক মানুষের হৃদয়ের কথা বলে, নাটক মানব মুক্তির কথা বলে। তরুণ তুর্কি নাট্যদল গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার নবতম মঞ্চ সফল প্রযোজনা প্রিয়ম্বদার মৃত্যু। রচনা আতিকুর রহমান সুজন এবং নির্দেশনা দীপাঙ্ক দেবনাথ। গত ২০ আগস্ট চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবন বাঁশবেড়িয়া মঞ্চ দর্পনের আমন্ত্রণে এবং ৬ ই সেপ্টেম্বর কলকাতা মুক্তাঙ্গনে টালিগঞ্জ বঙ্গীয় নাট্যাঙ্গনের আমন্ত্রণে সফলভাবে মঞ্চস্থ হলো প্রিয়ম্বদার মৃত্যু। এই নাটকটির মধ্য দিয়ে উঠে আসে একজন শিল্পীর জীবন যুদ্ধের কাহিনী। সুখ-দুঃখ প্রেম ভালোবাসা আবেগ সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণেই তৈরী হয় একজন শিল্পীর মন। তাঁর স্ত্রী প্রিয়ম্বদা নিজেও একজন শিল্পী। শিল্প এবং শিল্পীকে ভালোবেসে তাদের ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পায় । নাটকে ফুটে উঠেছে সাংসারিক অভাব অনটন কিন্তু তার মধ্যেও খুশি, মজা এবং স্ত্রী সন্তানের সাথে খুনসুটির কাহিনীও তৈরি করেছে সুন্দর মুহূর্ত।

সারাদিন তিনি মজে থাকেন গানবাজনা নাটকের মধ্যে। সংসারের দিকে,স্ত্রী, সন্তানের দিকে কোনোই নজর নেই তাঁর,শিল্পের জন্য তিনি পাগল। তাঁদের কোনো মতে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। শিল্প চর্চায় কোনো প্রকার খামতি রাখেনি তিনি। ঘরে অসুস্থ ছেলের ডাক্তার দেখানোরও টাকা নেই। দিনের পর দিন ধরে বাড়িতে অশান্তি। তিনি টাকা ধার করে সংসার চালান এবং তাঁর স্ত্রীর গয়না বন্দক দিয়ে নাটকের উৎসব করেন, যে গয়না হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে পাবেনা তাঁর স্ত্রী । বাড়ির উপর দিনের পর দিন এসে টাকা চায় সুদখোর। প্রিয়ম্বদার প্রতি কুদৃষ্টি সুদখোরের। কিন্তু সে কথা জানাতে পারেন না তাঁর স্বামী। পুরুষ চান মুক্ত প্রকৃতির মাঝে ভেসে বেড়াতে, শিল্পের প্রতি এক প্রাণ শক্তি নিয়ে বাঁচতে চান তিনি। শিল্পের জন্য পাগলামি দিনদিন বাড়তেই থেকে। একদিন প্রবল ঝড় বাদলের রাতে বাচ্চাটির শরীর প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাইরে প্রবল ঝড়, সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। বাড়িতে ঝামেলা করে বেরিয়ে গ্যাছেন তিনি।

বাচ্চাটিকে সামলাতে পারছেনা তার মা। বাড়ি ফিরেই যখন দেখল বাচ্চাটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে, বাবা হয়ে বাচ্চাটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মাকে কোলের সন্তান ফিরিয়ে দিতে বুকে পাথর চাপা দিয়ে হারমোনিয়াম বিক্রি করে বাচ্চার চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। শেষ সময় বাচ্চার জন্য শিল্পকে

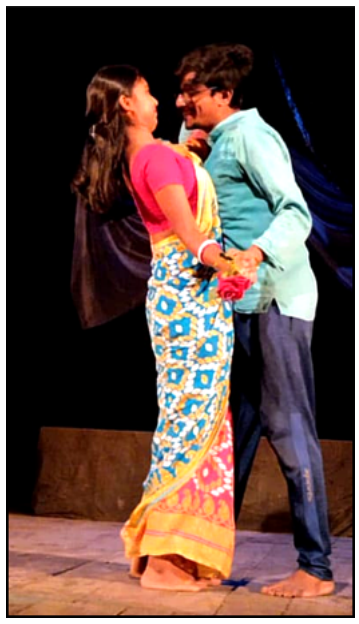

বিক্রি করতেও একবারও ভাবেননি তিনি। সমাজে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীর ওপর চলে সবসময় অত্যাচার। সমাজের একশ্রেণীর পুরুষ চায় নারীদের ভোগ করতে, আর সেই নারী যদি হয় অসহায় তো সুযোগ আরো বেশী। তাঁর স্বামী ঘরে না থাকার সুযোগে সেই সুদখোর তাঁর বাড়িতে এসে প্রিয়ম্বদার নারীত্বকে নষ্ট করে সন্তানের সামনে। বাচ্চাটির আত্মনাদ, প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে । চোখের সামনে দেখলো তাঁর মায়ের উপর অমানবিক অত্যাচার। শিশুটি প্রচন্ড ভয়ে এবং শারীরিক কষ্টে একটা সময় সে বিনা চিকিৎসায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। অর্ধ উলঙ্গ বিদ্ধস্ত অবস্থায় সন্তানের কাছে ছুটে এসে মা যখন তাঁর জীবনের পরম সম্পদকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রনা সহ্য করতে পারেনা তখন তিনি উণ্মাদ হয়ে ওঠেন। প্রিয়ম্বদা নিজেও একজন থিয়েটার কর্মী। আজ সে ভুলে গ্যাছে তাঁর স্বামী ও শিল্পকে। দশ মাস দশ দিনের প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে সেই নাড়ি ছেঁড়া ধন যখন মায়ের কোল ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায় কোনো মা তা সহ্য করতে পারেনা। শেষ সময়ে যখন টাকা নিয়ে বাচ্চাটির বাবা বাড়িতে ফিরলো। নিস্তব্ধ পরিবেশ কিছু বোঝার আগেই হারালো তাঁর স্ত্রী কেও। স্বামীর প্রতি রাগে , লজ্জায়, ঘৃণায় বাধ্য হলো গলায় দড়ি দিতে। প্রিয়ম্বদা ও তুনুকে হারিয়ে সে নিঃস্ব। স্বপ্নের গরিমায় অবদ্ধ করে তাঁর সন্তান তাঁর চোখে বেঁধে দেয় কালো কাপড়। তাকে তাঁর শিল্প জগৎ থেকে সরিয়ে এনে এক বেড়াজালে আবদ্ধ করে শিশুটি। প্রিয়ম্বদা চোখের বাঁধন খুলে আবারো তার হাতে তুলে দেয় শিল্প। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় তাকে। শিল্পের মধ্যেই হল তার পুনর্জন্ম।

তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন এই শিল্প চর্চার মধ্যে দিয়েই জয়গান শুনবে সমগ্র শিল্পী মনন। শিল্পের জন্য শিল্পী শুধু। এছাড়া নেই যে তার অন্য জীবন, মান্না বাবুর এই গানটি এক্ষেত্রে সার্থক। নাটকটির মঞ্চপরিকল্পনায় ত্রিদীপ চক্রবর্তী, রূপসজ্জায় তনুশ্রী দেবনাথ দত্ত, আবহ পরিকল্পনা ও প্রেক্ষাপন অঙ্কিতা সাধু , আলোক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষাপন সুজয় পাল, অভিনয়ে অতনু রায়, কেয়া ঘোষ, অরণ্য সরকার,ত্রিদীপ চক্রবর্তী, অর্পিতা রায়, অঙ্কিতা সাধু, সাগর চক্রবর্তী ও দীপাঙ্ক দেবনাথ। নাটকটি নাট্যপ্রেমী মানুষের এবং দর্শকদের মনে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। পরিচালক দীপাঙ্ক দেবনাথ জানান, " আগামী ১৭ও ১৮ সেপ্টেম্বর আমরা থাকছি আবারো রাজস্থানের মাটিতে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু ও আরো একটি নতুন প্রযোজনা রক্তের ডেলা নিয়ে। সকলের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে আকাঙ্ক্ষার কাঙ্খিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক। "

চাঁদপাড়া এসসি এসটি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনকে সংবর্ধনা

প্রতিনিধি ঃ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহসংঘ এবং বনগাঁ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে চাঁদপাড়া এসসি এসটি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনকে সংবর্ধনা দিলো। সংবর্ধনা তুলে নিল এনজিও র হয়ে সম্পাদক শিক্ষক মলয় সানা মহাশয় এবং উপস্থিত এক্সিকিউটিভ সদস্য সম্ভ মন্ডল মিহির সানা এবং সভাপতি উদয় সানা মহাশয়।

সামাজিক উন্নয়নে প্রান্তিক পর্যায়ে নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে এই এনজিও রাষ্ট্রীয় ব্যাপি এবং রাজ্য স্তরের পুরষ্কার লাভ করেছে। এবার তাদের আরেকটি সংবর্ধনার পালক যুক্ত হল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর ,আইপিএস স্বপন বিশ্বাস, বনগাঁর চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ মহাশয়, লেখক বিরাট বৈরাগ্য এবং বনগাঁ মহকুমা কমিটির সভাপতি, অন্যতম সম্পাদক শ্রী মনোজ টিকাদার মহাশয় এবং বিশিষ্ট মতুয়া ভক্তবৃন্দ।

গোবরডাঙ্গা রূপান্তর এর স্কুল ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হাবরার জানাফুল হাইস্কুলে একদিনের এক নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। স্কুলের প্রায় ২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই মনোজ্ঞ নাট্য কর্মশালায় নাটকের অ আ ক খ বিষয়ে

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠীর বিশিষ্ট প্রশিক্ষকগণ । যেমন অভীক দা, স্বরূপ দেবনাথ, সুবীর নারায়ন দাস এবং দেবদত্ত কর্মকার। আরো ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিনেতা সুমন চ্যাটার্জী। শিক্ষিকা শিল্পী দেবনাথ- এর তত্ত্বাবধানে সমগ্র নাট্য কর্মশালাটি সার্থক হয়ে ওঠে। সকাল ১১ টায় শুরু হয় নাট্য কর্মশলায় অভিক দা এবং স্বরূপ দেবনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাটকের অভিনয়ের গুনাগুন শিক্ষার মাধ্যমে আলোকপাত করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা মহা আনন্দে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্তুত করে অসামান্য সঙ্ঘবদ্ধ নাটক। সুবীর নারায়ন দাস বাচিক অভিনয় নিয়ে আলোচনাও করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমন চ্যাটার্জী বলেন ,নাটক শিক্ষাএডুকেশনের মধ্যেই পড়ে তারও ব্যাখ্যা করেন। বিকাল চারটার সময় ওই একদিনের নাট্যকর্মশালাটি ছাত্রছাত্রীদের মহা উদ্দীপনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত রূপান্তরের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

স্কুল পড়ুয়াদের জাতীয় নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা পূর্বচক্রের পরিচালনায় জাতীয় জনশিক্ষা প্রসার প্রকল্পে এ স্কিস অফ ন্যাশনাল রোল প্লে কমপিটিশন ২০২৩ উপলক্ষে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটার চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে। গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়া হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের হল ঘরে আয়োজিত নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতায় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি, চাঁদপাড়া বালিকা, ঢাকুরিয়া বালিকা, ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও মহিষকাটি নেতাজী বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করে। শিক্ষামূলক নাটকগুলিতে

পড়ুয়াদের মধ্যে মোবাইল ও ড্রাগের, নেশা, র‍্যাগিং ইত্যাদি বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কী করনীয় সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ আচরণ ও পুষ্টিকর খাবার দাবারের উপর আলোকপাত করা হয়। নাটকগুলি হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতে পরিবেশন করতে হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের সূচনা করেন গাইঘাটা পূর্বচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দাস, ছিলেন বনগাঁর সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শেখর মণ্ডল, শিক্ষাদপ্তরের কর্মী বিভাষ ঘোষ, শান্তনু মণ্ডল ও বাপ্পা ঘোষ, ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ, সদস্য রকি সরকার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত প্রতিযেগিতার সাফল্য কামনা করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দেবী ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সুন্দর আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। প্রতিযোগিতা ঢাকুরিয়ায় উচ্চ বিদ্যালয় প্রথম, দ্বিতীয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে ঢাকুরিয়া বলিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নাটক। বিচারকের আসন অলংকৃত করেন ড. মনোজ ঘোষ, গৌরী রায় ও সুবোধ বিশ্বাস।

ঢাকুরিয়া তরুন দলের ফুটবল টুর্নামেন্ট

সংবাদদাত ঃ গত ৩ সেপ্টেম্বর এক আকর্ষনীয় নক্ আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া তরুনদল ক্লাব। ক্লাব সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে এলেকার ৮টি দল অংশগ্রহন করে।

অপরাহ্নে চূড়ান্তে পর্বের খেলায় ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ ২-০ গোলে ছেকাটি অনুস্কাটিমকে পরস্থা করে টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কের হাতে আয়োজক তরুন দলের পক্ষ থেকে নগদ ৩০০১ টাকা ও ২৫০১ টাকা এবং সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও সেরা গোল রক্ষককে ও পুরস্কৃত করা হয়। ফুটবল প্রেমী প্রচুর দর্শকের উপস্থিতিতে তরুন দল আয়োজিত এদিনের ফুটবল টুর্নামেন্ট সার্থকতা লাভ করে।

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

M. 8250131562 9333055067
সরকার অনুমোদিত
গৌতমের দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেনীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয় এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

পরমা বুটিক
হাতে বোনা শাড়ির সম্ভার। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শাড়ির কালেকশন রয়েছে।
6297116676
গোবরাপুর, বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগনা
Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/paramaboutique/
Follow us on Facebook - https://www.facebook.com/paramagopa?mibextid=ZbWKwL

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন
HALL MARK
১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল
১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**